ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপঃ গত একবছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা

এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৫

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

নাজমুল হুদা মিনা

মনজুর ই খোদা

২১ এপ্রিল ২০১৫

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- ‘রানা প্লাজা’ দুর্ঘটনা বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ
- তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিয়ে টিআইবি’র প্রতিবেদন (২০১৩) অনুসারে সরকার ও অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগসাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি এ খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ
- টিআইবি’র ২০১৩ সালের প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের কার্যক্রমে মোট ৬৩টি বিষয়ে সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়
- ২০১৪ সালের ফলো আপ গবেষণায় দেখা যায়, সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক উল্লিখিত ৬৩টির মধ্যে ৫৪টি বিষয়ে মোট ১০২টি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে ২৩টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে
- টিআইবি’র সর্বশেষ গবেষণার (২০১৪) পরবর্তী একবছরে পূর্বের গৃহীত উদ্যোগের অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে বর্তমান ফলো আপ গবেষণা পরিচালিত

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

বিগত একবছরে (এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৫) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা
- অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক কারখানা নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণ ও সুশাসনের ঘাটতি দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা
- গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করা ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

- এটি একটি গুণগত গবেষণা
- গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ

প্রত্যক্ষ উৎস

- মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ
  - **তথ্যদাতার ধরন**

    কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, শ্রম মন্ত্রণালয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, কারখানা মালিক, পোশাক শ্রমিক, পোশাক খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ

পরোক্ষ উৎস

বিদ্যমান আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়

তৈরি পোশাক খাতে জড়িত অংশীজন

সরকারি

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-
  - কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর,
  - শ্রম পরিদপ্তর,
  - শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, শিল্প পুলিশ
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়- স্থানীয় সরকার বিভাগ
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

বেসরকারি ও অন্যান্য

- কারখানা মালিক
- মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ, বিকেএমইএ)
- শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন
- বায়ার (আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান)
- অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স
- আইএলও

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সার্বিক অগ্রগতি

- ২০১৪-১৫ সালে ৫৫টি (নতুন একটিসহ) বিষয়ে ৮০টি চলমান উদ্যোগের বাস্তবায়ন বিভিন্ন পর্যায়ে থাকলেও বাকি আটটি বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয় নি
- ২০১৪-১৫ সালে চলমান ৮০টি উদ্যোগের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৫% সম্পন্ন হয়েছে ও ৪৫% প্রত্যাশিত গতিতে চলমান; ধীরগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে ১৫% ও স্থবির ২৫%

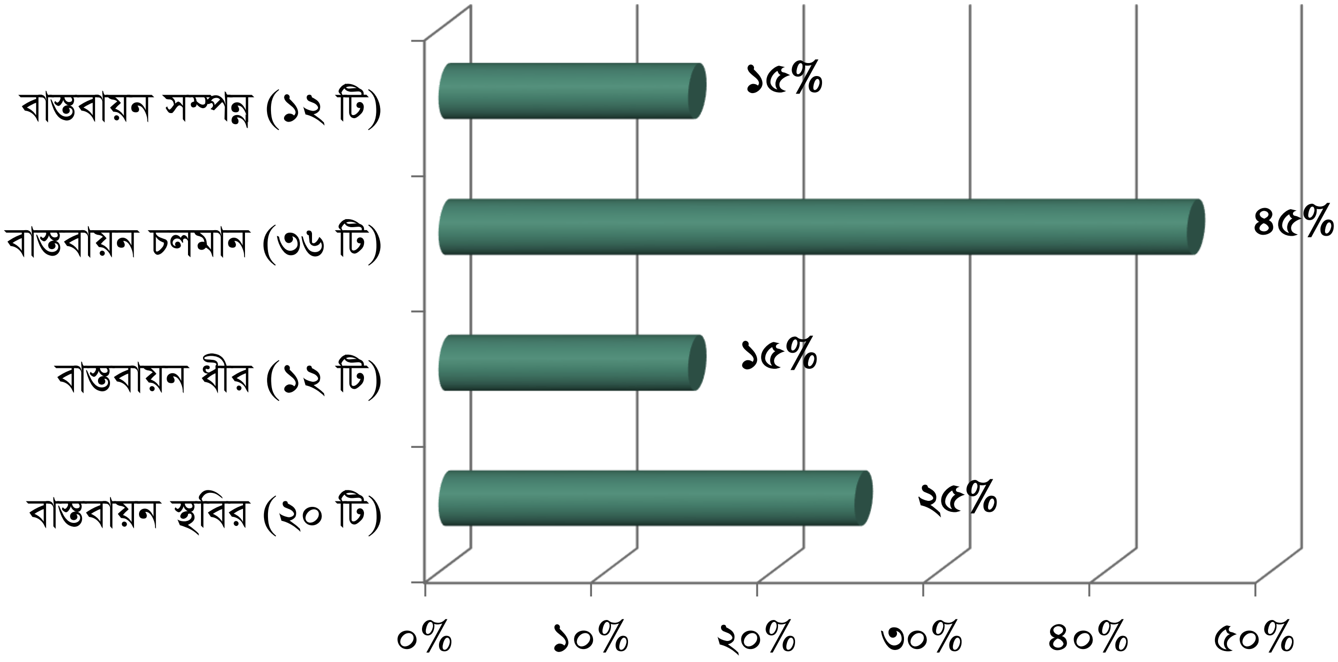

২০১৪-১৫ সালে কার্যক্রমের অগ্রগতি

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
১.সংশোধিত 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রমিক আইন, ২০১৩' ২০১৪ সালের জুলাই মাসে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন	➢বিদ্যমান শ্রম আইনে পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, পরিদর্শকদের জবাবদিহিতার উল্লেখ না থাকা, ক্ষতিপূরণের অপর্যাপ্ততা এবং আইএলও কনভেনশনের (২৯, ৮৭, ৯৮, ১০৫) সাথে অসামঞ্জস্যতাসহ বিভিন্ন আইনি সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান ➢বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিভিন্ন ধারার [২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] অপপ্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
২. কারখানা পর্যায়ে ন্যূনতম মজুরি প্রদানের অবস্থা নিরূপণে নিয়মিত পরিবীক্ষণের উদ্যোগ - প্রায় ৯৫% কারখানায় ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন	▪ মাসের ৭ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধের নিয়ম না মানার অভিযোগ ▪ শ্রমিকদের জন্য উৎপাদন লক্ষ্য প্রায় ৬০% পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বাড়াতে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ ▪ ‘লিভিং ওয়েজ’-এর ১৬% প্রদান
৩. শ্রম বিধিমালা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক বিধি প্রণয়নের চূড়ান্ত সময়সীমা ২০১৫ সালের মে নির্ধারণ	▪ বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় কারখানা সেফটি কমিটি গঠনসহ শ্রম আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না
৪. দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কমিটি গঠিত; শ্রমিকদের জন্য আইএলও’র বীমা স্কিমের উদ্যোগ গ্রহণ	▪ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ কমিটি এখনো কার্যক্রম শুরু করে নি

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কলকারখানা অধিদপ্তর

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
৫. 'সাসটেইনেবিলিটি কম্প্যাক্ট' অনুযায়ী কলকারখানা অধিদপ্তরে ২৩৫ জন পরিদর্শক নিয়োগ সম্পন্ন	➢ঢাকা অঞ্চলে পূর্বে প্রতি ৭৭২টি কারখানার জন্য একজন পরিদর্শকের স্থলে বর্তমানে প্রতি ৭২টি কারখানার জন্য একজন পরিদর্শক রয়েছে
৬. কারখানা-অধ্যুষিত অঞ্চলে কলকারখানা অধিদপ্তরের নতুন পাঁচটি কার্যালয় স্থাপন ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ সম্পন্ন	➢নতুন স্থাপিত কার্যালয়গুলোর লজিস্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত করা হয় নি
৭. কমপ্লায়েন্স বিষয়ক অভিযোগের জন্য কলকারখানা অধিপ্তরের 'হটলাইন' স্থাপন	➢'হটলাইন' সংক্রান্ত প্রচারণার অভাব রয়েছে

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কলকারখানা অধিদপ্তর

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
৮. কারখানা সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার তৈরির অংশ হিসেবে কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ -অ্যাকর্ড পরিদর্শিত ৪৭% (৫২২টি) -অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত ২০% (১১৪টি) -বুয়েট পরিদর্শিত ২৬% (১৬৬টি)	➢ নির্বাচিত কারখানা পরিদর্শনপূর্বক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের চূড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় নি ➢ এক্ষেত্রে ধীর গতির অভিযোগ রয়েছে
৯. ‘পরিদর্শন নথি প্রদান’ কমিটি এবং কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ‘জবাবদিহিতা ও পরিবীক্ষণ’ কমিটি গঠিত	➢ কার্যক্রম শুরু হয় নি

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কলকারখানা অধিদপ্তর

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
১০. অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধের লক্ষ্যে কারখানা নিবন্ধন ও নবায়নের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম শুরু	➢বাধ্যতামূলক না করায় অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়ায় সাড়া প্রদানের হার কম
১১. অধিদপ্তরের নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে - কারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক গত একবছরে ৪৯৮টি মামলা দায়ের	➢পূর্বাপেক্ষা মামলার সংখ্যা বেড়েছে ও মামলা নিষ্পত্তিতে গতি বেড়েছে - ২৩৫টি মামলার নিষ্পত্তি - জরিমানা আদায় ১৫,৫০,৪২০ টাকা

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

শ্রম পরিদপ্তর

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
১২. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন চলমান (গত এক বছরে ১১৪টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধিত) - ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনে আইএলও কর্তৃক এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর) স্থাপনে সহযোগিতা চলমান	➢ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে আবেদন গ্রহণে ৫-২০ হাজার টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ ➢রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী ১৪২টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদানের অভিযোগ ➢ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিবন্ধনের পূর্বেই মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের তালিকা সরবরাহের অভিযোগ ➢ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ
১৩. শ্রম পরিদপ্তরে হটলাইন স্থাপন করা হয় নি	➢রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

ফায়ার সার্ভিস

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
১৪. ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে টাস্কফোর্স কর্তৃক যুগোপযোগী ফায়ার সার্ভিস গাইডলাইন ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে প্রণীত হলেও পরবর্তীতে এ গাইডলাইন বাতিল করা হয়	➢বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র প্রভাবে গাইডলাইনটির বাস্তবায়ন ব্যয়বহুল ও বাস্তবসম্মত নয় এ অজুহাতে বাতিল করা হয়
১৫. ২১৮ জন নতুন ওয়ার হাউস ইন্সপেক্টর নিয়োগ সম্পন্ন - বর্তমানে ইন্সপেক্টরের সংখ্যা ২৬৮ জন	➢ইন্সপেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কারখানা পরিদর্শনের হার বৃদ্ধি পায় নি

ফায়ার সার্ভিস

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
১৬. পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় নয়টি অগ্নি-নির্বাপক স্টেশন স্থাপনে প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ	➢বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রশাসনিক জটিলতায় প্রক্রিয়াটি বর্তমানে স্থবির
১৭. নিয়মিত কারখানা পরিদর্শনের অংশ হিসেবে গত একবছরে ১২৫টি কারখানা পরিদর্শন	➢কারখানা নিরাপত্তায় অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের ওপর নির্ভরতা ➢নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা থেকে বিরত থাকা

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
১৮. সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানা পরিচালনার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে গাইডলাইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান	➢চূড়ান্তকরণের নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ নেই
১৯. নির্মাণ নকশা অনুমোদনে রাজউক ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে দুইটি কমিটি গঠন করা হয়েছে	➢রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে কমিটিগুলো দ্বন্দ্ব নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
২০. অথরাইজড কর্মকর্তা পদে ৩০ জন ও প্রধান ইমারত পরিদর্শক পদে ২২ জনের নিয়োগ সম্পন্ন	➢ সাব-জোনে সহকারী অথরাইজড কর্মকর্তা এবং অন্যান্য জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয় নি
২১. 'বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়পত্র' ও 'ব্যবহার সনদ' গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে 'ব্যবহার সনদ' ব্যতীত বিদ্যুৎ সংযোগ না দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ	➢ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি ➢ 'ব্যবহার সনদ' গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে শিথিলতার অভিযোগ রয়েছে

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
২২. নকশা অনুমোদনে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু	➢অনলাইন প্রক্রিয়া চালু হলেও অনুমোদন পর্যায়ে এখনো দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে
২৩. নকশা যাচাই-বাছাই করার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সিদ্ধান্ত	➢এ সম্পর্কিত কোনো পদক্ষেপ এখনো গ্রহণ করা হয় নি
২৪. 'ইমারত নির্মাণ বিধিমালা' লজ্ঘন নিয়ন্ত্রণে কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে	➢রাজউকভুক্ত অঞ্চলে দুই সহস্রাধিক কারখানার পরিদর্শন কার্যক্রম অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের ওপর নির্ভরশীল
২৫. মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ সম্পর্কিত আবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে	➢মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কারখানা মালিক, বিজিএমইএ

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
২৬. নিয়মানুসারে শ্রমিকের মাসিক হাজিরা ও বেতন রেজিষ্টার বিজিএমইতে নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে না	➢রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর গৃহীত এই উদ্যোগ সাময়িকভাবে বাস্তবায়িত হলেও বর্তমানে বন্ধ আছে
২৭. শ্রম আইনে দুই ঘন্টার বেশি অতিরিক্ত কাজ না করানোর নিয়ম পরিবর্তন করে চার ঘন্টা অতিরিক্ত কাজের পরিপত্র চালু - নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারায় অনেক কারখানায় নারী শ্রমিকদের রাত্রিকালীন কাজ না করানোর সিদ্ধান্ত	➢অতিরিক্ত কাজের সময়সীমা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজিএমইএ কর্তৃক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ ➢শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কাজের সময়সীমা বৃদ্ধির চাহিদা রয়েছে ➢কিছু কিছু কারখানায় এক ঘন্টা অতিরিক্ত মজুরিবিহীন কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে ➢রাত্রিকালীন কাজের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কারখানা মালিক, বিজিএমইএ

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
২৮. পরিদর্শনের মাধ্যমে অনুমোদনহীন ভবনে কারখানা বন্ধ করার উদ্যোগ ▪ ৩২টি কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা- অ্যাকর্ড ২৬টি, অ্যালায়েন্স ৫টি ও বুয়েট ১টি ▪ ২১টি কারখানা আংশিক বন্ধ ঘোষণা- অ্যাকর্ড ৮টি, অ্যালায়েন্স ৮টি ও বুয়েট ৫টি	➢ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৭,০৩০ ➢চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেই
২৯. অধিকাংশ কম্প্লায়েন্স কারখানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ	➢প্রশিক্ষিত ডাক্তারের পরিবর্তে সেবিকা দ্বারা স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদানের অভিযোগ ➢অপ্রতুল ও সীমিত ওষুধ দ্বারা স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা করার অভিযোগ ➢নন-কমপ্লায়েন্স কারখানায় স্বাস্থ্য সেবা অনুপস্থিত

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কারখানা মালিক, বিজিএমইএ

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
৩০. পোশাক খাতের শ্রমিকদের তথ্যভাণ্ডার তৈরির উদ্যোগ	➢কার্যক্রম শুরু হয় নি ➢এ কাজের ব্যাপ্তির সাপেক্ষে ফান্ডের অপ্রতুলতার অজুহাতে বিজিএমইএ দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে
৩১. বিরোধ নিষ্পত্তিতে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক কিছু কারখানায় পরীক্ষামূলকভাবে সাপোর্ট লাইন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ	➢প্রতিশ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি সেল গঠিত হয়নি ➢বিজিএমই কর্তৃক নন-কমপ্লায়েন্স কারখানার বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নকে দায়িত্ব প্রদানের প্রবণতা

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

কারখানা মালিক, বিজিএমইএ

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
৩২. রপ্তানিমূল্যের ওপর নগদ সহায়তা ০.২৫% থেকে বাড়িয়ে ১% ও টিটি'র ক্ষেত্রে ৫% নির্ধারণ - উৎস কর ০.৮% থেকে কমিয়ে ০.৩% নির্ধারণ - নতুন বাজারে রপ্তানিতে নগদ সহায়তা ৩% নির্ধারণ - কারখানার ছাদে ২৫% স্থাপনা রাখার প্রজ্ঞাপন জারি	➢নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বিভিন্ন অজুহাতে সরকারের কাছ থেকে বিজিএমইএ কর্তৃক অতিরিক্ত সুবিধা আদায় অব্যাহত

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

বায়ার

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ ম্ম
৩৩. অধিকাংশ বায়ার কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত সমন্বিত কোড অফ কন্ডাক্ট অনুসরণ করছে	➢কোনো কোনো বায়ার এক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাহিদা উপস্থাপন করে
৩৪. এনটিপিএ'র আওতায় সকল কারখানায় অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং কাঠামোগত নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য জরিপ কার্যক্রম চলমান- **জরিপ সম্পন্ন** অ্যালায়েন্স - ৫৮৪টি (৫৮৪টির মধ্যে) অ্যাকর্ড - ১১০৩টি (১৫৩০টির মধ্যে) বুয়েট - ৬৪৭টি (প্রায় ১৩৫৫টির মধ্যে)	➢জরিপ পরবর্তী সংস্কার কার্যক্রমে বায়ার জোটের অংশগ্রহণ না করা, যা সমন্বিত উদ্যোগ বাস্তবায়নে হুমকিস্বরূপ ➢সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানায় সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া
৩৫. শ্রম অধিকার ও কর্ম পরিবেশের মান উন্নয়নের প্রয়োজনে অধিকাংশ বায়ার বর্ধিত উৎপাদন খরচের প্রেক্ষিতে মূল্য বৃদ্ধিতে সম্মত	➢উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম ➢খরচ বৃদ্ধির পরোক্ষ প্রভাব হিসেবে গত একবছরে ৩০% কার্যাদেশ বাতিল

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

বায়ার ও অন্যান্য

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
৩৬. রানা প্লাজা ডোনার'স ট্রাস্ট ফান্ডে বায়ার ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠন হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার -এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রদানের পরিমাণ প্রায় ২.৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার -প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রায় ১২৭ কোটি টাকা), যার মধ্যে অব্যবহৃত প্রায় ১৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১০৮ কোটি টাকা)	➢ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশিত নেই ➢পরিমাণ নির্ধারণে ও বন্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ ➢বন্টনের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ➢ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনা ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত নেই ➢রানা প্লাজার সাথে সম্পর্কিত প্রায় ১৪টি রিটেইলার ব্র্যান্ড (লি কুপার, জেসি পেনি, মাটালান, কারিফোর) ট্রাস্ট ফান্ডে সহায়তা দেয় নি ➢ওয়ালমার্টের সহায়তা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম, মাত্র ১ মিলিয়ন ডলার (বার্ষিক রেভিনিউ ৪৮৫ বিলিয়ন ডলার)

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পর্যালোচনা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য

গৃহীত উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা	পর্যবেক্ষণ
৩৭. সিআইডি কর্তৃক রানা প্লাজা সংশ্লিষ্ট দু'টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়নি - দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত তিনটি মামলার মধ্যে একটি মামলায় চার্জশিট প্রদান - তাজরিন ফ্যাশন মামলায় সিআইডি'র চূড়ান্ত প্রতিবেদনে কারখানার মালিককে নির্দোষ হিসেবে উপস্থাপন	➢আদালত কর্তৃক সিআইডি'কে রানা প্লাজা সংশ্লিষ্ট দু'টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য সময়সীমা ২১ মে, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি ➢দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় দীর্ঘসূত্রতা ➢আদালত কর্তৃক তাজরিন ফ্যাশন মামলায় পুনঃতদন্তের নির্দেশ
৩৮. মুন্সিগঞ্জে পোশাক শিল্প পল্লী স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়নে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান	➢প্রশাসনিক জটিলতা ও আর্থিক সংকটের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থবিরতা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. গত একবছরে সরকারি অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি (কলকারখানা অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিস) ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে (কলকারখানা অধিদপ্তর ও রাজউক) ইতিবাচক অগ্রগতি

২. কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ইতিবাচক অগ্রগতি

৩. কারখানা নিরাপত্তায় অগ্রগতি হলেও শ্রমিক অধিকার ও শ্রমিকের চাকরিকালীন নিরাপত্তা এড়িয়ে যাওয়া -

   ক. আইনের সঠিক প্রয়োগের ঘাটতি/ আইনের অপব্যবহার

   খ. কারখানা মালিক মজুরি বৃদ্ধি করলেও অন্যান্য সুবিধা (ছুটি, মাতৃকালীন সুবিধা, হাজিরা বেতন ইত্যাদি) দিতে অনীহা

৪. শ্রমিক অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি

৫. কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে সরকার, মালিক পক্ষ ও বায়ার জোটের সক্রিয় ভূমিকা কিন্তু সাব-কন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া

৬. কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার চাপ, মজুরি বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে ছোট আকারের কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি

   ক. এক পঞ্চমাংশ শ্রমিকের চাকরিচ্যুতি ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকিতে অবস্থান

৭. সরকার হতে নিজস্ব সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বিজিএমইএ'র প্রভাব প্রকট হয়েছে

সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশমালা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে	সরকার
২	অংশীজন কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়ন সমন্বিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে। এক্ষেত্রে সমন্বয় জোরদার করতে ও আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধনে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়ে 'পাবলিক সেক্টর বোর্ড' গঠন করতে হবে	সরকার
৩	সাব-কন্ট্রাক্ট ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বায়ার
৪	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনের জন্য পোশাকের সংখ্যা প্রতি ১ থেকে ১.৫ সেন্ট প্রদানের (যেখানে বায়ার মালিক অনুপাত হতে পারে ৭৫:২৫) মাধ্যমে একটি ফান্ড গঠন	বায়ার ও কারখানা মালিক

সুপারিশ (চলমান)

ক্রম	সুপারিশমালা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫	যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিক ডাটাবেজ গঠন করতে হবে	বিজিএমইএ
৬	সব ধরনের সাব-কন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির সমন্বিত তালিকা তৈরি করতে হবে	সরকার ও বিজিএমইএ
৭	শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার অবস্থা নিরূপণে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয়
৮	সকল বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে নিজ নিজ বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদার কারখানার নাম প্রকাশ করতে হবে	বায়ার
৯	রানা প্লাজা ও তাজরিন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে	সরকার
১০	রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তদের তালিকা ও প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রকাশ করতে হবে	ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনা কমিটি

সবাইকে ধন্যবাদ